মালদায় উৎসাহ বাড়ছে স্কুল পড়ুয়াদের

১০ দিনে টিকা এক লাখের দোরগোড়ায়

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ১৩ জানুয়ারি : ১৫-১৮ বছর বয়সি স্কুলপড়ুয়াদের টিকাকরণে ভালোই সাড়া মিলেছে। মাত্র ১০ দিনে এক লাখের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে পড়ুয়াদের প্রথম ডোজের টিকাকরণ। এটা লক্ষ্যমাত্রার ৩৭ শতাংশ।

করোনা পরিস্থিতির কারণে স্কুলের পঠনপাঠন বন্ধ। তার মধ্যেও ১৫ থেকে ১৮ বয়স বিভাগের স্কুলপড়ুয়াদের টিকাকরণ ব্যাপক আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। এই বিভাগের লক্ষ্যমাত্রার স্কুলপড়ুয়া রয়েছে দুই লক্ষ ৫৬ হাজার ৩৩৮ জন। এই প্রকল্পে টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে ৩ জানুয়ারি। বুধবার পর্যন্ত টিকাকরণ হয়েছে ৯৫ হাজার ৭১৯ জন স্কুলপড়ুয়ার। শতাংশের হিসেবে ৩৭ শতাংশ। এই বিভাগে টিকাকরণের সবচেয়ে শীর্ষে রয়েছে কালিয়াচক ১ ব্লক। সেখানে গত ১০ দিনে প্রথম ডোজের টিকা হয়েছে ১১ হাজার ৬৫১ জন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কালিয়াচক ২ ব্লক। এই ব্লকে টিকা নিয়েছে নয় হাজার ৬৭৯ জন। তৃতীয় স্থানে রয়েছে গাজোল। এই ব্লকে নয় হাজার ২৯১ জন স্কুলপড়ুয়াকে টিকা দেওয়া হয়েছে। স্কুলপড়ুয়াদের সবচেয়ে কম টিকাকরণ হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকে। এই ব্লকে মাত্র ২ হাজার ৮৯২ জন ছাত্রছাত্রীকে টিকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে জেলার ডেপুটি সিএমওএইচ-৩ সব্যসাচী চক্রবর্তী জানিয়েছেন, '৩ জানুয়ারি শুরু হওয়া স্কুলপড়ুয়াদের টিকাকরণে ভালোই আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে। আর কিছুদিনের মধ্যে প্রথম ডোজের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে।'

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার থেকে শুরু হওয়া বুস্টার বা প্রিকোয়েশন ডোজ তুলনামূলক কম হচ্ছে। স্বাস্থ্যকর্মী এবং ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার মিলিয়ে প্রায় ৪২ হাজারের বেশি উপভোক্তা রয়েছেন। তাঁদের বুস্টার ডোজ পাওয়ার কথা। তাঁদের মধ্যে মাত্র দুই হাজার ৮৫২ জন টিকা নিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে সব্যসাচীবাবু জানান, 'স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে বুস্টার ডোজ নেওয়ার প্রবণতা থাকলেও ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারদের মধ্যে আগ্রহ কম। তাছাড়া অনেকের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া থেকে ৯ মাসের ব্যবধান হচ্ছে না। এই কারণে বুস্টার ডোজের আওতায় থাকা উপভোক্তাদের টিকাকরণের সংখ্যা কম।

এ ব্যাপারে সচেতনতা গড়ে তোলা হবে। সব বয়সের বিভাগ মিলিয়ে প্রথম ডোজের টিকাকরণ হয়েছে ২৫ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭৪৮ জন। সেখানে দ্বিতীয় ডোজের টিকাকরণ হয়েছে প্রায় অর্ধেক। এই সংখ্যাটি ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার ১৯৮।

মালদার চিন্তামণি স্কুলে দেওয়া হচ্ছে ভ্যাকসিন। -সংবাদচিত্র

- কালিয়াচক ১ ব্লকে গত ১০ দিনে প্রথম ডোজের টিকা নিয়েছে ১১ হাজার ৬৫১ জন
- কালিয়াচক ২ ব্লকে টিকা নিয়েছে ৯ হাজার ৬৭৯ জন
- গাজোলে টিকা নিয়েছে ৯ হাজার ২৯১ জন
- হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকে ২ হাজার ৮৯২ জন ছাত্রছাত্রী টিকা নিয়েছে

সংক্রামিত ৪৯ জন চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী

অর্ণব চক্রবর্তী

জঙ্গিপুর, ১৩ জানুয়ারি : জঙ্গিপুর মহকুমাজুড়ে বাড়ছে করোনার প্রকোপ। প্রায় ৪৩৮জন ইতিমধ্যে করোনায় সংক্রামিত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। সংক্রামিতদের মধ্যে জঙ্গিপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের ৪৯জন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছে। সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় এই হাসপাতালের শিশু ও প্রসূতি বিভাগ যে কোনও মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ফরাক্কা ব্লকে ১৫০ জন, রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকে ৫৩ জন, রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকে ৪৮ জন, সামশেরগঞ্জ ব্লকে ৩০ জনের বেশি করোনা সংক্রামিত রয়েছেন। যদিও এ বিষয়ে একাধিকবার ফোন করা হলেও ফোন ধরেননি মুর্শিদাবাদ ব্লক মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সন্দীপ সান্যাল।

দেশজুড়ে ক্রমশ বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কাতেও করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বভাবতই উদ্বেগ বাড়ছে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। সংক্রমণ রুখতে মাঠে নেমেছে পুলিশ প্রশাসনও। করোনার বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার চলছে। এছাড়াও সাধারণ মানুষ যাতে মাস্ক ব্যবহার করেন, সেই বিষয়েও জোর দেওয়া হয়েছে। রাস্তাঘাটে যাঁরা মাস্ক ছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। ভিড় রুখতে এবং মাস্কের ব্যবহার বাড়াতে নিয়মিত অভিযান চালাবে প্রশাসন।

> **এই মুহূর্তে ফরাক্কা ব্লকে আনুমানিক ১৫০ জন করোনায় সংক্রামিত হয়েছেন। এবার সম্ভবত ওমিক্রন ভেরিয়েন্টের প্রভাব রয়েছে। সংক্রমণ বাড়লেও মৃত্যুহার ও সার্বিক সুস্থতার হার ভালো। ফরাক্কাতে এই মুহূর্তে দ্বিতীয় ডোজের ক্ষেত্রে ৯৫.৫ শতাংশ অ্যাচিভমেন্ট রয়েছে। প্রথম ডোজও প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।**
>
> মসিউর রহমান বিডিও

ফরাক্কা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক মসিউর রহমান বলেন, 'এই মুহূর্তে ফরাক্কা ব্লকে আনুমানিক ১৫০ জন করোনায় সংক্রামিত হয়েছেন। গতবার যখন দ্বিতীয় ঢেউ এসেছিল তখন ডেল্টা ভেরিয়েন্ট পাওয়া গিয়েছিল। এবার সম্ভবত ওমিক্রন ভেরিয়েন্টের প্রভাব রয়েছে। সংক্রমণ বাড়লেও মৃত্যুহার ও সার্বিক সুস্থতার হার ভালো। ফরাক্কাতে এই মুহূর্তে দ্বিতীয় ডোজের ক্ষেত্রে ৯৫.৫ শতাংশ অ্যাচিভমেন্ট রয়েছে। প্রথম ডোজও প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ফরাক্কায় স্কুলপড়ুয়াদের ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রেও ৯০ শতাংশ আশানুরূপ সাফল্য রয়েছে।'

সামশেরগঞ্জের এক চিকিৎসক বলেন, 'দেখা যাচ্ছে যাঁরা বেশ কিছুদিন আগে টিকা নিয়েছেন তাঁরা খুব কম সংখ্যায় সংক্রামিত হচ্ছেন।'

জঙ্গিপুর মহকুমাজুড়ে করোনার সংক্রমণ বেলাগাম হয়ে ওঠায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমানও। তিনি বলেন, শিথিলতা রুখতে প্রশাসনকে সবরকম ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। এছাড়াও দলের কর্মীদের বলা হয়েছে, কোনওরকম ভিড় বা জটনলার মধ্যে না যেতে। মাস্ক ছাড়া কোনও নেতা বা কর্মী যাতে কোনও অনুষ্ঠানে প্রবেশ করতে না পারেন, সেই কথাও বলে দেওয়া হয়েছে।'

তবে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কোনও আধিকারিক বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ। স্বাস্থ্যকর্তাদের অবশ্য দাবি, সংক্রমণ রুখতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল মহিলা সংগঠনের কর্মীসভা

গঙ্গারামপুর, ১৩ জানুয়ারি : পুর নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই নিজেদের ঘর গোছাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে শাসক ও বিরোধীরা। শুধু মূল সংগঠনের নেতৃত্বরাই নয়, রণকৌশল ঠিক করছে ছাত্র, যুব, মহিলা সহ বিভিন্ন শাখা সংগঠনগুলিও। কারণ, শাসক কিংবা বিরোধী, কোনও রাজনৈতিক দলই এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। পুর নির্বাচনকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার গঙ্গারামপুর শহর মহিলা তৃণমূলও কর্মীসভা করে। শুধু কর্মীসভাই নয়, প্রতিটি ওয়ার্ডে দলের মহিলাদের সক্রিয় করতে এদিন কমিটি গঠন করা হয়। সভার আয়োজন করা হয় গঙ্গারামপুর শহরের শহর ও ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে।

গঙ্গারামপুর পুরসভার ১৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে এবারের পুর নির্বাচনে সাতটি ওয়ার্ড মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচনে মহিলাদের গুরুত্ব যে যথেষ্ট, তা এদিন দলের মহিলা কর্মীদের সামনে তুলে ধরা হয়। এদিন প্রতিটি ওয়ার্ডে দু'জন করে কনভেনার মনোনীত করার সঙ্গে ১০ জনের সক্রিয় কোর কমিটি তৈরি করা হয়। প্রত্যেককে এখন থেকেও ময়দানে ঝাঁপানোর কথা বলা হয়। সুবিধে-অসুবিধেয় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে ওয়ার্ড ধরে চলে আলোচনাপর্ব।

নজরে পুরভোট

এদিনের কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক গৌতম দাস, সংগঠনের জেলা সভানেত্রী প্রদীপ্তা চক্রবর্তী, দলের জেলা সহ সভাপতি অমলেন্দু সরকার, গঙ্গারামপুর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মৃণাল সরকার, গঙ্গারামপুর টাউন মহিলা তৃণমূল নেত্রী শম্পা বিশ্বাস প্রমুখ।

তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক গৌতম দাস বলেন, 'পুরভোটে মহিলাদের বড় ভূমিকা রয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে পুর নির্বাচনের দিন ঘোষণা হতে পারে। সেদিকে নজর রেখে গঙ্গারামপুরে মহিলা তৃণমূলের ঘরোয়া সভা হল। উনিশের লোকসভা ও একুশের বিধানসভা ভোটে গঙ্গারামপুরের মানুষ যে ভুলটা করেছিলেন, নিশ্চয় তা তাঁরা করবেন না। এবার পুর নির্বাচনে তাঁরা নিশ্চয়ই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে শামিল হবেন।'

তৃণমূলের মহিলা সংগঠনের জেলা সভানেত্রী প্রদীপ্তা চক্রবর্তী বলেন, 'সামনে পুর নির্বাচন। নির্বাচনের আগে আমরা নিজেদের গুছিয়ে নিতে আজ গঙ্গারামপুরে সভা করলাম। আগেই আমরা গঙ্গারামপুর ও বালুরঘাটে কমিটি করেছিলাম। কমিটির সদস্যদের যাতে কাজ করতে সুবিধে হয় তার জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে দু'জন করে কনভেনার করা হয়েছে। ১০ জনের সক্রিয় কোর কমিটিও করা হবে। পুর নির্বাচনের যুদ্ধে যেন আমরা জয়লাভ করতে পারি তার জন্য টাউনে ৪৬ জনের কমিটি করা হয়েছে। যাঁরা দায়িত্বে এলেন তাঁরা ছোট ছোট দল করে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রচার করবেন। দু'চারদিনের মধ্যে আমরা সেই প্রচার শুরু করে দেব।'

সভায় উপস্থিত মহিলারা। ছবিটি তুলেছেন চয়ন হোড়।

পৌষ-পার্বণে বিক্রি হচ্ছে সরা। ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।

সংগঠনের খোলনলচে বদল তৃণমূলে

নির্বাচনি কমিটিতে ঠাঁই হল না প্রাক্তন কাউন্সিলারদের

সুবীর মহন্ত ● বালুরঘাট

১৩ জানুয়ারি : পুর নির্বাচনি কোর কমিটিতে ঠাঁই পেলেন বালুরঘাট পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান রাজেন শীল। রাজেনবাবুকে অবশ্য উপদেষ্টা কমিটিতেও রাখা হয়েছে। তবে রাজেনবাবু ছাড়া ওই কমিটিতে ঠাঁই হয়নি আর কোনও প্রাক্তন পুরুষ কাউন্সিলারের। প্রাক্তন পুরবোর্ডের চার মহিলা কাউন্সিলারকে অবশ্য নির্বাচনি কমিটিতে রাখা হয়েছে। কমিটিতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তরুণ মুখকে। সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতেই তৃণমূলের কমিটিকে খোলনলচে বদলে ফেলা হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বুধবার সন্ধ্যায় বালুরঘাট শহরের কাঁঠালপাড়ায় জেলা দপ্তরে এক বৈঠকে ৩৩ জনের নির্বাচনি কমিটি ও ১৬ জনের উপদেষ্টা কমিটি রাখা হয়েছে। বৈঠকে হাজির ছিলেন দলের জেলা সভাপতি উজ্জ্বল বসাক, চেয়ারম্যান নিখিল সিংহরায় সহ জেলা তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা।

ফেব্রুয়ারির শেষেই হতে পারে বালুরঘাট পুরসভার ভোট। তা ধরে নিয়েই প্রস্তুতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বালুরঘাট শহর তৃণমূল। নির্বাচনি প্রস্তুতি হিসেবে একদিকে যেমন শহরের দেওয়াল দখলে নেমে পড়েছে, তেমনই শুরু হয়েছে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির এবং সমাজে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এমন নতুন মুখের প্রার্থীদের খোঁজ।

২০১৩ সালের পুর নির্বাচনে জয়ী অধিকাংশ কাউন্সিলারের বিরুদ্ধেই নানারকম অভিযোগ রয়েছে। ফলে আগামীতে তাঁদের ছেঁটে ফেলে প্রার্থী তালিকায় নতুন মুখের স্থান হতে পারে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। গত কয়েক বছরে তৃণমূলের যেসমস্ত সাংগঠনিক কমিটি তৈরি হয়েছে, সেগুলিতে পুরোনো কাউন্সিলারদের বাদ দিয়ে নতুন মুখ নিয়ে আসা হয়েছে। এমনকি বালুরঘাট পুরসভার প্রশাসক বোর্ডেও একজন প্রাক্তন কাউন্সিলার বাদে বাকিদের রাখা হয়নি।

শুধু তাই নয়, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য রেখেই নতুন কমিটিগুলি তৈরি করা হয়েছে। নামে পুরসভা নির্বাচন হলেও ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বালুরঘাট শহরে ভরাডুবির পর এই শহরের মানুষের ভরসা ফেরানোর কথা ভেবেই পরিকল্পনা তৈরি করছে নেতৃত্ব। সেই কারণেই এমন নির্বাচনি কমিটি বলে মনে করা হচ্ছে।

> **শহরজুড়ে সাংগঠনিক ও জনসংযোগ কর্মসূচিতে জোর দেওয়া হয়েছে। এবারে নির্বাচনি কমিটি ও উপদেষ্টা কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এই কমিটিই প্রচার, কুইক রেসপন্স, সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদি বিষয় দেখবে।**
>
> বিমান দাস
> বালুরঘাট শহর সভাপতি, তৃণমূল

২০১৩ সালে বালুরঘাট পুরসভায় প্রথমবারের জন্য ২৫টির জন্য ১৪টি আসন তৃণমূল দখল করেছিল। ১১ টি আসন পেয়ে বামেরা কার্যত শাসক শিবিরের ঘাড়ের কাছেই নিঃশ্বাস ফেলছিল। তৃণমূল পুরবোর্ড দখল করলেও এরপর থেকেই দলের মধ্যে শুরু হয়ে যায় গোষ্ঠীকোন্দল। তৎকালীন পুরপ্রধানকে সরানোর প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে তাঁদের নানা কর্মকাণ্ডে দলকে বারবার অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছিল। এমনকি পুর পরিচালনা নিয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে ক্ষোভ। যার ফলে বালুরঘাট শহর থেকে দ্রুত গ্রহণযোগ্যতা হারাতে থাকে তৃণমূল।

২০১৪ এবং ২০১৯ সালের লোকসভা ছাড়াও ২০১৬ এবং ২০২১ সালের বিধানসভাতেও প্রচুর ভোটে তৃণমূল শিবির পিছিয়ে পড়ে। উত্থান ঘটেছে গেরুয়া শিবিরের। সেইসঙ্গে বামেদের প্রতিও কিছুটা হলেও মানুষের আস্থা ফিরতে শুরু করেছে।

সবদিক বিবেচনা করেই দলের অন্দরেই তৃণমূলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বদলে দেওয়ার আওয়াজ উঠতে থাকে। ফলে নতুন গঠিত প্রশাসক বোর্ডগুলিতে প্রাক্তন কাউন্সিলারদের তেমন রাখাই হয়নি। তবে এবারের দলের নির্বাচিত কমিটিতে প্রাক্তন কাউন্সিলার রাজেন শীল, সুম্পি দাস, বর্ণিলা সরকার, বেবি বর্মন, মমতা বর্মনকে রাখা হয়েছে। এই নির্বাচনি কমিটির নেতৃত্বেই দল পুরভোটের প্রস্তুতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

তৃণমূলের বালুরঘাট শহর সভাপতি বিমান দাস বলেন, 'শহর জুড়ে সাংগঠনিক ও জনসংযোগ কর্মসূচিতে জোর দেওয়া হয়েছে। এবারে নির্বাচনি কমিটি ও উপদেষ্টা কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এই কমিটি আরও বর্ধিত হতে পারে। এই কমিটিই প্রচার, কুইক রেসপন্স, সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদি নানা বিষয় দেখবে।'

মা কিচেনের লাইনে উধাও স্বাস্থ্যবিধি

পুরাতন মালদা, ১৩ জানুয়ারি : পুরাতন মালদায় পুর কর্তৃপক্ষের তরফে চালু করা মা কিচেনেই মানা হচ্ছে না করোনা স্বাস্থ্যবিধি। বৃহস্পতিবার কিচেনে খাবার নিতে আসা মানুষজনের লাইনে দাঁড়ানোর ছবিতে এই চিত্রই ধরা পড়েছে। এতে করে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশাঙ্কাও তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, করোনা আবহে গরিব মানুষকে পেট ভরা খাবার খাওয়ানোর জন্য মঙ্গলবাড়ি মোড়ে কিছুদিন আগেই মা কিচেন চালু করে পুরাতন মালদা পুরসভা। মাত্র পাঁচ টাকায় পেট ভরে খাবার পেতে প্রতিদিন সেখানে ভিড় করছেন অসংখ্য মানুষ। বৃহস্পতিবার মা কিচেনে ডিম, ভাত, সবজির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খাবার পেতে লাইন দিয়েছিলেন অনেকেই। কিন্তু সেখানে উধাও ছিল করোনা স্বাস্থ্যবিধি। শারীরিক দূরত্ববিধি বজায় রাখা তো দূরের কথা, অনেকের মুখে মাস্কও দেখা যায়নি। যদিও এনিয়ে প্রশ্ন করতেই অনেকেই পকেট থেকে মাস্ক বের করে মুখে পরে নেন।

মা কিচেনের দায়িত্বে থাকা পুরকর্মী প্রেমতোষ ঘোষ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে পুরাতন মালদা পুরসভার পরিচালনায় এই মা কিচেন চলছে। মাত্র পাঁচ টাকায় গরিব মানুষ এখানে পেট ভরে একবেলা খাবার পাচ্ছেন। কিন্তু এখানে কেউ করোনাবিধি মেনে চলছেন না। আমরা বারবার সবাইকে বলছি শারীরিক দূরত্ববিধি মেনে মুখে মাস্ক পরে লাইনে দাঁড়ান। কিন্তু কেউ কথা শুনছেন না।'

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

গত চব্বিশে পৌষ ১৪২৮ (ইংরেজি - ০৯/০১/২০২২) তারিখে ভোর তিনটা পাঁচ মিনিটে আমাদের মাতৃদেবী

ঁঅনিমা সিংহ (ধীরা)

অমৃতলোকে গমন করিয়াছেন। করোনাবিধির জন্য তাঁহার পারলৌকিক কার্যাদিতে সকলকে আমন্ত্রণ করতে না পারার জন্য আমরা অনুতপ্ত।

-ঃ ভাগ্যহীন পুত্র ঃ-
নারায়ণ ও নিরুপম সিংহ এবং তাঁহার পরিবারবর্গ

পিএসইউয়ের ডেপুটেশন

বালুরঘাট, ১৩ জানুয়ারি : স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে আবেদন করেও ঋণ পেতে প্রবল হয়রান হতে হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। এমনই অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার জেলা শাসকের দ্বারস্থ হয় পিএসইউ। এদিন বিকেলে আরএসপির এই ছাত্র সংগঠনের তরফে জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সংগঠনের দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলানেতা অভিষেক কর্মকার বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের আবেদন করলেও ঋণ মিলছে না। এর জন্য দায়ী ব্যাংক ও সরকারের সামঞ্জস্যের অভাব। এই বিষয়টি আমরা জেলা শাসককে লিখিতভাবে জানিয়েছি। পাশাপাশি পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার কারণে বাসে পড়ুয়াদের ভাড়ায় ছাড় বন্ধ রয়েছে। সেই ছাড় চালুর দাবি জানাচ্ছি।'

নাকা চেকিং

রতুয়া, ১৩ জানুয়ারি : ভুয়ো নম্বর প্লেট ব্যবহার করে রতুয়ায় বেড়েই চলেছে অপরাধপ্রবণতা। অপরাধ রুখতে এবার থেকে দিনের বেলাতেও রতুয়া-ভালুকা রাজ্য সড়কে শুরু হল নাকা চেকিং কর্মসূচি। বৃহস্পতিবার রতুয়া থানার আইসি সুবীর কর্মকারের নেতৃত্বে রতুয়ার বিভিন্ন রাজ্য সড়কে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। বৃহস্পতিবার তল্লাশি অভিযানের ছবি ধরা পড়ল রতুয়ার কাহালা ধবিমোড় এলাকায়। বাইক ও চারচাকা ছোট-বড় গাড়ি থামিয়ে সমস্ত নথিপত্র দেখা হচ্ছে। কোনও রকমের অসংগতি ধরা পড়লেই করা হচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদ। রতুয়া থানার আইসি সুবীর কর্মকার বলেন, 'অনেক সময় ভুয়ো নম্বর প্লেট লাগিয়ে অপরাধীরা অনায়াসে পালিয়ে যায়। সেদিকে লক্ষ্য রেখে তল্লাশি করা হচ্ছে। এতে এলাকায় অপরাধমূলক কার্যকলাপ অনেকটাই কমবে। রতুয়া থানা এলাকার বিভিন্ন রাজ্য সড়কে তল্লাশি চলছে। তবে সাধারণ মানুষের যেন কোনও অসুবিধা না হয়, সেদিকেও লক্ষ রাখা হচ্ছে।'

অসহায় শিশুদের দায়িত্ব নিল পাঁচ যুবক

সামসী, ১৩ জানুয়ারি : বাবাকে হারিয়েছে চার বছর আগেই। বাবা মারা যাওয়ার পর মা বিয়ে করে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। অসুস্থ দাদু-দিদার পক্ষে দুই নাতি-নাতনির দেখাশোনো করা মুশকিল হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় অসহায় উম্মে সালমা(৭) ও উম্মে কুলসুমের(৪) পাশে দাঁড়ালেন স্থানীয় পাঁচ যুবক। তাঁরা দুই নাবালক-নাবালিকার যাবতীয় দায়িত্বভার নিয়েছেন। তাঁদের এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন এলাকাবাসী।

রতুয়া-২ ব্লকের কদমতুলি ডাঙামোড় এলাকায় দাদু ও দিদার সঙ্গে থাকে সালমা ও কুলসুম। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দুই অসহায় শিশুদের দেখাশোনা করতে পারছিলেন না। শিশুদের অসহায় অবস্থার কথা জানতে পারেন স্থানীয় মহম্মদ সাজান, ডঃ ফিরোজ আলি, সাকির আলি, মুক্তার আলম ও আশরাফুল হক। এর মধ্যে আশরাফুল বড় বোন উম্মে সালমার লেখাপড়ার দায়িত্বভার নিলেন। আশরাফুল হক বলেন, 'আমি উম্মে সালমাকে একটি আবাসিক স্কুলে রেখে পড়াশোনা করাব। ওই শিশুকে সবরকম সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

পাশাপাশি বাকি চার বন্ধু ছোট বোন উম্মে কুলসুমের সারাজীবনের পড়াশোনার দায়িত্বভার নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার ওই পাঁচ যুবক অনাথ শিশুদের বাড়িতে গিয়ে ৫০ কেজি চাল, কুড়ি কেজি আলু, সয়াবিন, সর্ষের তেল তুলে দেন। আগামীদিনে ওই দুই শিশুকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা। যুবকদের এমন উদ্যোগে খুশি দুই শিশুর দাদু-দিদা।

উলটে গেল বিজেপি নেতার গাড়ি

ইটাহার, ১৩ জানুয়ারি : দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতির গাড়ি। যদিও ঘটনার সময় জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার ওই গাড়িতে ছিলেন না। বুধবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ইটাহারের দুর্লভপুর লাইন বাজারের কাছে। দুর্ঘটনার জেরে গাড়িটি রাস্তার ধারে উলটে যায়। বৃষ্টিতে রাস্তা কর্দমাক্ত থাকায় চাকা স্লিপ করার ফলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। তার ফলেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে বিজেপি নেতার দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িকে ঘিরে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে নানারকম সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে গাড়িটি উদ্ধার করতে গেলে বিজেপি সভাপতিকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা।
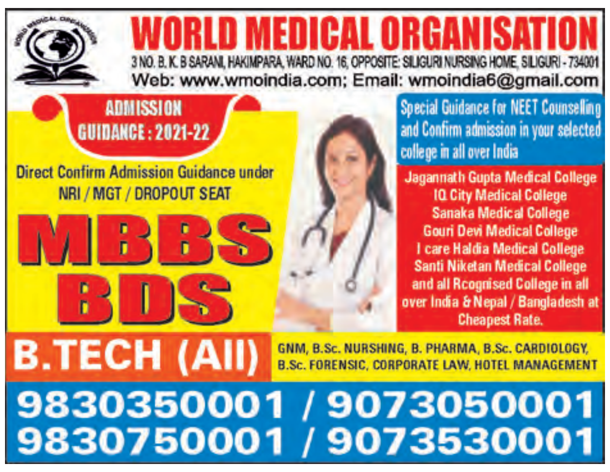
স্থানীয় যুব তৃণমূল কর্মী সঞ্জয় রায় বলেন, 'বিজেপি সভাপতির গাড়ি কোনওদিন এই রাস্তা দিয়ে যায় না। কিন্তু গতকাল গভীর রাতে কেন এই রাস্তায় তাঁর গাড়ি এল? আমাদের দুর্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হয়েছে তৃণমূলের তরফে। আমাদের সন্দেহ, সেই কারণেই কোনও ষড়যন্ত্র করতে কাল রাতে বিজেপি সভাপতির গাড়ি এদিকে এসেছিল। আমরা চাই, পুলিশ প্রশাসন গাড়িটি উদ্ধার করে তদন্ত করুক।' উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপি সভাপতি বাসুদেব সরকার বলেন, 'কাল রাতে আমাকে আমার গ্রামের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে খালি গাড়ি নিয়ে চালক তাঁর নিজের বাড়ি যাচ্ছিলেন। সেই সময় দুর্লভপুর বাজারের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চাকা স্লিপ করে গাড়িটি উলটে যায়। তৃণমূলের লোকজন যে সন্দেহ করছেন ও অভিযোগ তুলছেন, তা ভিত্তিহীন। আসলে আমার দুর্ঘটনাগ্রস্ত খালি গাড়িতেও বিজেপির জুজু দেখছে তৃণমূল।'